ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

21-January-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَداً رَاضِياً. অর্থাৎ যার এটা পছন্দ যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় **আল্লাহ পাক** তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক, فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ তবে তার উচিৎ, সে যেনো আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/২৮৪, হাদীস ৬০৮৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভালো নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা"** এর ১৮৫ পৃষ্ঠায় বুখারী শরীফের উদ্ধৃতিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে: সম্মানিত মুহাজিরগণ যেহেতু একেবারে সরঞ্জাম বিহীন অবস্থায় খালি হাতে নিজের পরিবার ও পরিজনকে ছেড়ে মদীনায় এসে ছিলেন। তাই বিদেশে নিঃস্ব অবস্থায় ভয় ও অপরিচিত এবং পরিবার পরিজনের বিচ্ছেদের কষ্ট অনুভব করতো। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আনসারগণ এসব মুহাজিরদের মেহেমানদারী এবং মন খুশি করার ক্ষেত্রে কোন পন্থা অপূর্ণ রাখেননি কিন্তু মুহাজিরগণ অনেকদিন পর্যন্ত অন্যের আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করা পছন্দ করছিলেন

না, কেননা তাঁরা সর্বদা নিজের হাতের উপার্জনের খাবারের অভ্যস্ত ছিলেন। তাই আবশ্যক ছিলো যে, মুহাজিরদের দুশ্চিন্তা দূর করা এবং তাদের স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করার জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া। তাই **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভাবলেন যেনো আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে ভাই ভাই বানিয়ে দেয়া হয়, যেনো মুহাজিরদের অন্তর থেকে নিজেদের একাকীত্ব এবং অসহায়ত্বের অনুভূতি দূর হয়ে যায় আর একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে মুহাজিরদের উপার্জনের মাধ্যমের সমস্যাও যেনো সমাধান হয়ে যায়। অতএব মসজিদে নববী নির্মাণের পর একদিন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘরে আনসার ও মুহাজিরদেরকে একত্রিত করেন, তখন পর্যন্ত মুহাজিরদের সংখ্যা ছিলো ৪৫ বা ৫০ জন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আনসারদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: এসব মুহাজিরগণ তোমাদেরই ভাই। অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে দুইজন করে ডেকে ইরশাদ করতে থাকেন: সে আর তুমি ভাই ভাই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ করতেই এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন একেবারে আসল ভাইয়ের মতো হয়ে যায়। এমনকি আনসারগণ মুহাজিরদেরকে সাথে নিয়ে গিয়ে আপন ঘরের এক একটি জিনিস সামনে এনে রেখে দেয় আর বলে দিলো: আপনি আমাদের ভাই এজন্য এসব আসবাবপত্রের মধ্যে অর্ধেক আপনার আর অর্ধেক আমাদের। হযরত সাদ বিন রবী আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর একনিষ্টতাপূর্ণ উপস্থাপনকে শুনে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কৃতজ্ঞতা সহকারে এটা বললেন: **আল্লাহ পাক** এসব ধন সম্পদ ও পরিবার-পরিজনকে আপনার জন্য বরকতময় করুক! আমাকে আপনি শুধু বাজারের পথ দেখিয়ে দিন! তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বাজার "কিনকা" এর পথ দেখিয়ে দিলেন। অতএব হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ

رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বাজারে গেলেন, কিছু ঘি ও পনীর কিনে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্রি করতে থাকেন। এভাবে প্রতিদিন তিনি বাজারে যেতে থাকেন আর কিছুদিনের মধ্যে তিনি খুবই সম্পদশালী হয়ে গেলেন আর তার নিকট এতো ধনসম্পদ জমা হয়ে গেলো যে, তিনি বিবাহ করে নিজের ঘর সাজিয়ে নিলেন। যখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি স্ত্রীকে কত মোহর দিয়েছো? আরয করলের: পাঁচ দিরহাম সমপরিমাণ স্বর্ণ। (বুখারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার, ২/৫৫৪, হাদীস ৩৭৮০) **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** তোমাকে বরকত দান করুক! তুমি ওলীমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করো, যদিও একটি ছাগল দ্বারাই হোক না কেন।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার, ২/৫৫৫, হাদীস ৩৭৮১)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ব্যবসায় ধীরে ধীরে এত বেশি কল্যাণ ও বরকত এবং উন্নতি লাভ হয় যে, স্বয়ং তাঁর বক্তব্য হলো: “আমি মাটি স্পর্শ করলে তা স্বর্ণে পরিণত হয়ে যায়।” বর্ণিত আছে: তাঁর ব্যবসায়িক পণ্য ৭০০টি উটের উপর বোঝাই হয়ে আসতো এবং যেদিন মদীনায় তাঁর ব্যবসায়িক পণ্য পৌঁছাতো তখন সারা শহরে সাড়া পড়ে যেতো। (আসদুল গাব্বা, ৩/৪৯৮)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মতো অন্যান্য মুহাজিরগণও দোকান খুললেন। আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কাপড়ের ব্যবসা করতেন, হযরত ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ‘কিনকাআ’ বাজারে খেজুরের ব্যবসা করা শুরু করেন। হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُও ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন আর অন্যান্য মুহাজিরগণও ছোট বড় ব্যবসা শুরু করে দেন। (সীরাতে মুস্তফা, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা কিরূপ শানদার ছিলো যে, ঐসকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যারা নিজের পরিবার পরিজন ছেড়ে একেবারে খালি হাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ পালন করে মদীনা পাকে আগমন করেন, তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত এটা মানতে পারলো না যে, **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূলের** জন্য হিজরতকারীরা নিঃস্ব হয়ে থাকবে আর একাকিত্ব অনুভব করবে, অতএব **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের এবং আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন, আনসাররাও নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশি তাদেরকে সম্মান করেছে আর মিলেমিশে ইসলামের বাগানের সেচকার্যে নিজেদের ভূমিকা আদায় করেছেন। আনসার ও মুহাজিরগণের পরস্পর ভালবাসা ও প্রেম এবং একতা ও ঐক্যমতের এই মাহন আমল **আল্লাহ পাকের** দরবারে এমনভাবে গ্রহনযোগ্য হলো যে, **তিনি তাঁর** পবিত্র কালাম কোরআনে করীমে এই সম্মানিত মনিষীদের প্রশংসায় পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। ১০ম পারা সূরা আনফালের ৭৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۷۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ

আর ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং **আল্লাহর** রাস্তায় যুদ্ধ করেছে। আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত ঈমানদার, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানের জীবিকা।

(পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত ৭৪)

বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার আলোকে **তাফসীরে সীরাতুল জিনানে** রয়েছে: এই আয়াতে উভয়ের ঈমানের সত্যয়ন এবং তাঁদের **আল্লাহ পাকের** দয়ার অধিকারী হওয়া ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াত দ্বারা মুহাজির এবং আনসারগণের মহত্ব ও শান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, মুহাজিরগণ ইসলামের জন্য নিজের পরিবার ও দেশ ছেড়ে দিয়েছে, নিজের আত্মীয়, স্বজন থেকে দূরত্বকে মেনে নিয়েছে, ধন সম্পদ, বাড়ি এবং বাগানের তোয়াক্কাও করেননি। অনুরূপভাবে আনসাররাও মুহাজিরদেরকে মদীনা পাকে এমনভাবে রেখেছেন যে, নিজের ঘর এবং সম্পদ ও আসবাবপত্রে সমান অংশীদার করে নিলেন, তাঁরাই ছিলেন সত্য ও কামিল মুমিন, তাদের জন্য গুনাহ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতে সম্মানের রুজি রয়েছে। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৪/৫৪)**

আনসারদের ফযীলত

হাদীসে মুবারাকায়ও আনসারদের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কিছু শিশু ও মহিলাকে একটি বিবাহ থেকে আসতে দেখেন তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে গেলেন এবং (দুইবার) ইরশাদ করলেন: হে আনসার! তোমরা আমার কাছে সকল লোকদের চেয়ে বেশি প্রিয়! হে আনসার! তোমরা আমার কাছে সকল লোকদের চেয়ে বেশি প্রিয়। **(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িলিস সাহাবা, ১০৪৪ পৃষ্ঠা,হাদীস ১৭(২৫০৮))**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! রিসালতের যুগে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, পরস্পর একতা ও ঐক্যমত এবং দ্বীনি ভালবাসা সম্বলিত শুধু এটাই প্রথম ঘটনা নয় বরং **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তো এমন জাতীর

মাঝেও ভালবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাদের মধ্যে সর্বদা লড়াইয়ের চিন্তা লেগে থাকতো, যারা কেটে মরার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতো, যাদের পিপাসা শুধুমাত্র বিরুদ্ধবাদীদের রক্ত প্রবাহিত করাতে নিবারন হতো এবং যারা পরস্পরের মাঝে লড়াই বছরের পর বছর পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলো। আসুন! আমরাও শুনি যে, **মাদানী আক্বা, উভয় জগতের দাতা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে তাদের মাঝে ভালবাসা ও প্রেম সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন।

"মদীনা শরীফে"র পুরাতন নাম ছিলো "ইয়াসরিব", যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই শহরকে **তাঁর** মহিমান্বিত সত্তা দ্বারা ধন্য করলেন তখন এর নাম "মদীনাতুন্ নবী (নবীর শহর)" হয়ে গেলো, অতঃপর এই নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে "মদীনা" হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো এবং ইতিহাসের দিক থেকে এটি খুবই পুরাতন শহর। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নবুয়ত ঘোষণা করেন তখন এই শহরে আরবের দু'টি গোত্র "আউস ও খাযরাজ" এবং কিছু "অমুসলিম" বসবাস করতো। আউস ও খাযরাজ পূর্বে তো খুবই একতা ও ঐক্যমত্যের সহিত বসবাস করতো, কিন্তু আরবের স্বভাব অনুযায়ী এই দুই গোত্রের মাঝে বিবাদ শুরু হয়ে গেলো, এমনকি সর্বশেষ লড়াই যা আরবের ইতিহাসে "জঙ্গে বুআস" নামে প্রসিদ্ধ, এই লড়াই এতবেশি ভয়াবহ ছিলো যে, এ লড়াইয়ে আউস ও খাযরাজ প্রায় সকল প্রসিদ্ধ বীরেরা মারা গেলো, আর এভাবে উভয় গোত্র খুবই দূর্বল হয়ে গেলো। ইসলাম গ্রহণ করার পর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে আউস ও খাযরাজের সকল পুরাতন মতানৈক্য নিঃশেষ হয়ে গেলো এবং উভয় গোত্র মিলেমিশে বসবাস করতে লাগলো। **(সীরাতে মুস্তফা, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

একতা ও ঐক্যমত এবং ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এই ঘটনাকে কোরআনে করীমে এই শব্দাবলী দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। ৪র্থ পারা, সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ

আর নিজেদের উপর **আল্লাহ**র অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ছিলো, তিনি তোমাদের অন্তরগুলোতে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুতরাং **তাঁর** অনুগ্রহক্রমে তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছো।

(পারা ৪০, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামতকে স্মরন করো, যার মধ্যে একটি নেয়ামত এটাও যে, হে মুসলমানগণ! স্মরন করো! যখন তোমারা পরস্পর একে অপরের শত্রু ছিলে এবং তোমাদের মাঝে দীর্ঘ সময় লড়াই অব্যাহত ছিলো, এমনকি আউস ও খাযরাজের একটি লড়াই ১২০ বছর অব্যাহত চিলো আর এর কারণে রাতদিন হত্যাযজ্ঞের বাজার গরম ছিলো কিন্তু ইসলামের বদৌলতে শত্রুতা ও হানাহানি দূর হয়ে পরস্পরের মাঝে দ্বীনি ভালবাসা সৃষ্টি হলো, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে **আল্লাহ পাক** তোমাদের শত্রুতা মিটিয়ে দিয়েছেন, লড়াইয়ের আগুন শীতল করে দিয়েছেন এবং লড়াইরত গোত্রের মধ্যে ভালবাসা ও প্রেমের উৎসাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে একে অপরের ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন, অন্যথায় এরা নিজেদের কুফরের কারণে জাহান্নামের গর্তের কিনারায়

পৌঁছে গিয়েছিলো, যদি তারা এই অবস্থায় মারা যেতো তবে দোযখে পৌঁছে যেতো কিন্তু **আল্লাহ পাক** তাদেরকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় ঈমানের দৌলত দান করে তাদেরকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। (তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ২/২৩)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমরা সবার জন্য উপদেশ রয়েছে, কেননা আমরাও সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ভালবাসার দাবী করে থাকি, অতএব হওয়া তো এমন ছিলো যে, আমরাও সেই সম্মানিত মনিষীদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে শরীয়াতের গন্ডির মধ্যে থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত মনমালিন্য এবং ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থেকে পরস্পর প্রেম ও ভালবাসায় আবদ্ধ থাকতাম এবং একে অন্যের খেয়াল রাখতাম কিন্তু আফসোস! আজ ঘরে ঘরে লড়াই লেগে আছে, ভাই ভাইয়ের মুখ দেখাকে পছন্দ করছে না, বছরের পর বছরের বন্ধুত্ব ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টির কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, একই প্রতিষ্ঠান, একই বিভাগ, একই ঘর বরং একই কক্ষে থেকেও একে অপরের সুখ দুঃখকে অনুভব করছে না। অনেকের অন্তর মুসলমানের জন্য ঘৃণা এবং বিদ্ধেষ ও ক্ষোভে ভরে আছে আর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের আবেগের কণা পরিমাণও তাদের অন্তরের কোন কোণেও বিদ্যমান নেই। অনেকে অপরের দয়া, মমতা এবং উত্তম আচরণের আশা তো রাখে কিন্তু নিজেই ছোট ছোট ব্যাপার এবং ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টির কারণে নিজের মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, তাদেরকে প্রচন্ড ঘৃণা করে, তাদেরকে গালি এবং ধমক দেয়, তাদের বিরুদ্ধে অনুপযুক্ত বাক্য ব্যবহার করে বরং কলার পর্যন্ত ধরে ফেলে, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করায়, জাদু টোনা করায়, তাদের আনন্দ শোকের অনুষ্ঠান পুরোপুরি

বয়কট করে, যার কারণে পরস্পর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সকল বন্ধন সর্বদার জন্য দাফন হয়ে যায় এবং ভালবাসার স্থলে ঘৃণার দেয়াল দাঁড়িয়ে যায়। ধরুন কেউ কারো সাথে ভালবাসাপূর্ণ আচরন করলেও তবে এতে নিজের লাভ অবশ্যই লুকায়িত থাকে, সম্ভবত এই কারণেই মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হওয়ার পরও আজ ভয় এবং অন্যদের অত্যাচার ও নীপিড়নের শিকার, যদি আজ মুসলমানরা এক হয়ে যায়, অন্যান্য মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে এবং ধনী গরীবের পার্থক্য না করেই পরস্পর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে রাখে তবে বাতিল শক্তির ক্ষমতাই হতো যে, তারা মুসলমানদের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকানোর আর না মুসলমানদের উপর এতবেশি বিপদ আসতো।

আমরা শান্ত মনে ভাবি যে, ঐ আউস ও খাযরাজ, যাদের বিবাদ বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত থাকতো, যখন তারা নিজেদের অসন্তুষ্টি ভূলে পরস্পর দুধ আর চিনি হয়ে যেতে পারে, পরস্পর ঐক্যমত হয়ে ভাই ভাই হয়ে যেতে পারে, তবে এমন কি কারণ যে, একই মহল্লায়, একই শহরে, একই বিভাগে বা একই দেশে থাকার পরও মুসলমানরা পরস্পরের শত্রু? কেন আজ একে অপরের মুখ পর্যন্ত দেখা পছন্দ করছে না? কেন মনে ঘৃণা এবং বিদ্ধেষ ও ক্ষোভের লাভা উদ্গিরন হচ্ছে? এমন কি কারণ যে, মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে ভালবাসা সহকারে সাক্ষাত করার পরিবর্তে তারা ইট দিয়ে ইট বাজানো এবং একে অপরের পাগড়ী খোলার শয়তানী খেয়ালে মত্ত থাকে? অথচ যেই ইসলামকে আমরা মান্য করি, সেই ইসলাম আমাদেরকে পরস্পর এক থাকা, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে প্রসার করা, একে অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া এবং সদাচরন করার শিক্ষা দিয়ে থাকে, হাদীসে মুবারাকায় পরস্পর এক থাকা এবং **আল্লাহ**র

সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসার ফযীলত বিদ্যমান। আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি বাণী শুনি করি:

১. **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি ঐসকল মানুষকে ভালবাসি, যারা আমার কারণে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে, আমি ঐসকল মানুষকে ভালবাসি, যারা আমার কারণে পরস্পর ভালবাসা পোষণ করে, আমি ঐসকল মানুষকে ভালবাসি, যারা আমার কারণে একে অপরের জন্য খরচ করে আর আমি ঐসকল মানুষকে ভালবাসি, যারা আমার কারণে একে অপরকে সাহায্য করে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৭/১১৩, হাদীস ১৯৪৫৫)

২. ফরযের পর সকল আমলের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল হলো মুসলমানের মন খুশি করা।

(মু'জাম কবীর, ১১/৫৯, হাদীস ১১০৭৯)

৩. সকল মুসলমান একটি দালানের ন্যায়, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তি জোগায়। **(বুখারী, ২/১২৭, হাদীস ২৪৪৬)**

৪. মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব, দয়া ও মমতার উদাহরন শরীরের ন্যায়, যখন শরীরের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়ে যায় তখন জ্বর ও নির্ঘুমে পুরো শরীর তার অংশীদার হয়ে যায়। **(মুসলিম, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৮৬)**

৫. কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং আমার বৈঠকের সবচেয়ে বেশি নিকটে ঐ লোক হবে, যে তোমাদের মধ্যে সৎচরিত্রবান। আমার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণার উপযুক্ত এবং কিয়ামতের দিন আমার বৈঠক থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে মুখ ভরে কথা বলা লোক, কথা বানিয়ে মানুষকে আকৃষ্টকারী এবং অহঙ্কারকারী লোক হবে। **(তিরমিযী, ৩/৪০৯, হাদীস ২০২৫)**

৬. মুমিন ভালবাসা পোষণকারী হয়ে থাকে আর তাকে ভালবাসা হয়। যে ভালবাসে না, তাকে ভালবাসা হয় না, আর তার মাঝে কোন মঙ্গল নেই এবং মানুষের মধ্যে উত্তম হলো সেই, যে অপরের উপকার করে।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৮/৪০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! পরস্পরের মাঝে একতা থাকা এবং ভালবাসা ও প্রেম বজায় রাখার কিরূপ গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে। অভিশপ্ত শয়তান তো কখনোই চাইবে না যে, মুসলমান নিজের ব্যক্তিগত মতানৈক্য ভূলে মিলেমিশে থাকুক। এজন্য পরস্পরের মাঝে একতা বজায় রাখুন আর শয়তানের প্রতিটি আক্রমনকে প্রতিহত করুন। আরবী একটি প্রবাদ হলো: "اَلِاتِّحَادُ قُوَّةٌ عَظِيْمَةٌ" অর্থাৎ একতা হলো মহান শক্তি। এটা একটি বাস্তবতা যে, একতা থেকেই এবং পরস্পরের মাঝে ভালবাসা বন্টন করে আমরা বড় বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হতে পারি আর এর বিপরীতে একে অপরের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং ভালবাসার প্রদীপ নিভিয়ে ছোট ছোট পরীক্ষারও সম্মুখিন হতে পারছি না। আমরা হয়তো মোটা মোটা রশি দেখেছি, যা নরম ও দূর্বল সূতার একতার প্রতিফল হয়ে থাকে, অথচ একটি সূতা যার দূর্বলতার অবস্থা এমন যে, ছোট্ট শিশুও সহজেই তা ছিড়ে ফেলতে পারবে, কিন্তু অনেক দূর্বল সূতা পরস্পর মিলে একাত্বতা পোষণ করে নেয় তখন একটি শক্তিশালী রশির আকৃতি গ্রহন করে নেয়, যা বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজকে পানির প্রবল স্রোতেও সহজেই আটকে রাখে।

অনুরূপভাবে যদি আমরা সমুদ্র থেকে এক ফোঁট পানি বের করে নিই এবং হাতের তালুতে রেখে কাউকে জিজ্ঞাসা করি যে, এটা কি? উত্তর

আসবে এটা পানির ফোঁটা। এই পানির ফোঁটাটিকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তবে সেই বলবে যে, এটা সমুদ্র। দুইবার উত্তর আলাদা আলাদা কেন? এই জন্য যে, পানির ফোঁটাটি যখন সমুদ্র থেকে আলাদা হয়ে গেলো তখন তা শুধুই একটি পানির ফোঁটা ছিলো, কিন্তু সমুদ্রের সাথে মিলে যাওয়ার সাথে সাথে সেটি আর পানির ফোঁটা রইলো না বরং সমুদ্র হয়ে গেলো, এবার একে সূর্যের তাপ আর শুকাতে পারবে না। বাতাস আর ছড়িয়ে দিতে পারবে না, কেননা এই পানি ফোঁটাটি সমুদ্রের সাথে ঐক্য গড়ে নিয়েছে। অনুরূপভাবে সুউচ্চ পাহাড় যার চূড়া আকাশের সাথে কথা বলছে, আর সকল বৃদ্ধিমানই সেই দিকে তাকিয়ে বলবে, কত উচুঁ পাহাড় কিন্তু যখন আমরা সেই পাহাড় থেকে একটি কণা হাতের তালুতে রেখে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি তবে উত্তর আসবে যে, এটি মাটির একটি কণা। এবার ভাবুন যে, যখন এটি পাহাড়ের সাথে মিশে ছিলো তখন একে পাহাড় নাম দেয়া হয়েছিরো কিন্তু যখনই এতে পাহাড় থেকে পৃথক করা হলো তখন মাটির কণা বলা হচ্ছে।

জানতে পারলাম! একতা আসলেই একটি মহান দৌলত, অতএব যদি কোন মুসলমানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, কেউ মনে কষ্ট দিয়ে দেয়, ঋণ দেয়া বা পরিশোধ করতে টালমাটাল করে, আত্মীয়তা করতে অস্বীকৃতি জানায়, বাগদান ভেঙ্গে দেয়, দাওয়াতে না আসে বা আমাদেরকে না বলে, ফোন রিসিভ না করে, ব্যক্তিগত মালামাল বা গাড়ি ইত্যাদির ক্ষতি করে, কথাকে গুরুত্ব না দেয়, চাহিদাকৃত জিনিস দিতে অস্বীকৃতি জানায়, জাত, বংশ বা খান্দানকে গালি দেয়, তবে আমাদের উচিৎ, আমরা এই ব্যাপারে মুসলমানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং ফিতনা ফ্যাসাদ প্রসার করা থেকে বিরত থেকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের অমূল্য সম্পর্ক বজায় রাখুন। আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শুনি:

১. কোন ব্যক্তির জন্য এটা হালাল নয় যে, সে তার ভাইকে তিন রাতের চেয়ে বেশি ছেড়ে দিলো যে, যখন উভয়ে সাক্ষাত করলো তখন একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম হলো সেই, যে প্রথমে সালাম দেয়। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১২০, হাদীস ৬০৭৭)

২. একে অপরের কাছ থেকে ফিরে যেওনা, একে অপরের সাথে শত্রুতা করোনা, হিংসা করোনা, সম্পর্ক ছিন্নকারী হয়োনা এবং **আল্লাহ পাকের** বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান, মুসলমানের ভাই, তাদের প্রতি অত্যাচার করে না, তাদের বঞ্চিত করে না এবং তাদের অপমানিত করে না। (মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৪১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব এবং প্রেম ও ভালবাসার প্রদীপ জ্বালানোতে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن ভূমিকা আমাদের জন্য অনুসরনীয়, কেননা এই মনিষীরা নবীর শিক্ষার আলোকে সারা জীবন মুসলমানদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা, তাদেরকে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে প্রেম ও ভালবাসাময় আচরন করা, তাদরে হক সমূহ আদায় করা এবং তাদের সাথে সদাচরন করার উৎসাহ দিতে থাকেন। আসুন! এব্যাপারে ২ টি ঘটনা শুনি:

আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ও একজন অহঙ্কারী ধনী

জনৈক ব্যক্তি আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হতো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِও কখনো কখনো তার বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। একবার আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তার বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় তার মহল্লার এক অসহায় গরীব

মুসলমান ভাঙ্গা পুরোনো খাটে যা উটানের কোণায় পড়ে ছিলো তাতে বসেছিলো, বাড়ির মালিক খুবই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো, এমনকি বৃদ্ধটি লজ্জায় মাথা নত করে উঠে চলে গেলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাড়ির মালিকের এই অহঙ্কারী আচরণ খুবই কষ্ট দিলো কিন্তু কিছু বললেন না, কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘরে আসলো তখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে নিজের খাটে বসার জায়গা দিলেন। সে বসতেই করিম বখশ নাপিত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খত বানানোর জন্য এলো, সে ভাবছে যে, কোথায় বসবে? আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: ভাই করিম বখশ! দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই এবং এই সাহেবের পাশে বসার জন্য ইশারা করলেন। করিম বখশ নাপিত তার পাশে বসে গেলো, এবার সেই ব্যক্তিটির রাগের অবস্থা এমন হলো যে, যেনো সাপ ফোঁস ফোঁস করতে করতে দ্রুত উঠে চলে গেলো, আর কখনোই আসেনি। **(হায়াতে আলা হযরত, ১/১০৮)**

ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপদেশ

কোটি কোটি হানাফীদের মহান ইমাম, হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রিয় শাগরেদ হযরত ইউসুফ বিন খালিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: সমবেদনা, ধৈর্য, সহনশীলতা, সৎচরিত্র এবং প্রশস্ত হৃদয়কে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও, যখন তুমি কারো খারাপ কাজ সম্পর্কে জেনে যাও তবে তার সংশোধনের জন্য দ্রুত কোন উপায় বের করো এবং যখন কারো গুণাবলী সম্পর্কে জেনে যাবে তখন তার দিকে বেশি মনোযোগ এবং ধাবিত হবে, তার সাথেও সাক্ষাত করতে থাকো, যে তোমার সাথে সাক্ষাত করে আর যে সাক্ষাত করে না তার সাথেও সাক্ষাত করতে থাকো। যে তোমার সাথে ভাল আচরণ করে তার

সাথেও ভাল আচরণ করো আর যে খারাপ আচরণ করে তার সাথে ভাল আচরণ করো, ক্ষমা ও মার্জনার অভ্যাস গড়ে নাও এবং নেকীর আদেশ দিতে থাকো, অহেতুক কাজ থেকে দূরে থাকো, যে তোমাকে কষ্ট দেয় তাকে ক্ষমা করে দাও এবং মানুষের হক সমূহ আদায়ে তাড়াতাড়ি করো। তোমার মুসলমান ভাই অসুস্থ হলে তবে তাকে দেখতে যাও এবং খাদেমদের মাধ্যমে তার খোঁজখবরও নিতে থাকো আর যে তোমার মাহফিলে উপস্থিত হতে পারে না, তার সম্পর্কে খবর নিতে থাকে (যে, সে কোন বিপদে পড়েনি তো?), যদি কেউ তোমার নিকট আসা ছেড়ে দেয় তবে তুমি তবুও তার নিকট যাওয়া ছেড়ো না বরং তার সাথে সাক্ষাত করতে থাকো, যে তোমার প্রতি উদাসীন হয়ে যায় তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো, যে তোমার কাছে আসে তাকে সম্মান করো, যে খারাপ আচরণ করে তাকে ক্ষমা করে দাও, যে তোমার খারাপ দিক বর্ণনা করে তুমি তার ভাল দিক বর্ণনা করো এবং তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তবে তার হক পুরোপুরিভাবে আদায় করো আর অন্যের খুশিতে সাধুবাদ জানাও, কোন বিপদ আসলে তবে সমবেদনা জানাও, যদি কারো কোন আপদ আসে তবে তাকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করো, যদি কেউ তোমার নিকট নিজের চাহিদা নিয়ে আসে তবে তার চাহিদা পূরণ করো, কেউ ফরিয়াদ করলে তা পূরণ করো, কেউ সাহায্যের জন্য ডাকলে তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সাহায্য করো আর মানুষের সাথে ভালবাসা সূলভ আচরণ করো, সালামকে প্রসার করো যদিওবা নিকৃষ্ট লোককেও করতে হয়, মানুষের জায়িয চাহিদা পূরণ করতে থাকো, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার ও মার্জনা করো, কারো জন্য সংকীর্ণতা ও অসন্তুষ্ট প্রকাশ করো না, তাদের সাথে এমনভাবে মিলেমিশে যাও, যেনো তুমি তাদেরই এবং সাধারন

মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করো যেমনটি নিজের জন্য পছন্দ করো এবং মানুষের জন্য তাই পছন্দ করো যা নিজের জন্য করো, নিজের নফসকে আয়ত্বে আনার জন্য তাকে দোষ ত্রুটি থেকে বাঁচাও এবং তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকো, ফিতনা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, যে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তুমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না আর যে তোমার কথা পুরোপুরি মনোযোগ সহকারে শুনে তুমিও তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনো। (ইমামে আযম কি ওসীয়তেঁ, ২৮-৩০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার আমরা **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানদের ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে বজায় রাখা সম্বলিত বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বাণী শুনি:

১. চতুর্থ খলিফা আমীরুল মুমিনিন হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রাখা নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও, কেননা দুনিয়া ও আখিরাতে এটাই (অর্থাৎ ভাল বন্ধু) তোমার সহায় হবে। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৭৯)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **আল্লাহ পাকে**র শপথ! যদি আমি দিনে রোযা রাখি এবং ইফতার না করি, সারারাত না ঘুমিয়ে নামায পড়ি এবং মাঝে মাঝে **আল্লাহ**র পথে সম্পদ ব্যয় করতে থাকি, কিন্তু যেদিন মারা যাবো সেইদিন আমার অন্তরে **আল্লাহ পাকে**র নেক বান্দার ভালবাসা ও **তাঁর** অবাধ্যদের সাথে শত্রুতা না থাকে তবে এই সকল বিষয় তোমাকে কোন উপকৃত করবে না। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৭৯)

৩. হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আফসোস! তোমরা জান্নাতুল ফেরদাউসে আম্বিয়া, সিদ্দিক, শহীদ এবং নেককারদের সাথে **আল্লাহ পাকে**র নৈকট্য তো চাও, কিন্তু তোমরা কি কোন আমল **আল্লাহ**

পাকের সন্তুষ্টির জন্য করেছো? কোন ইচ্ছা কি তোমরা **তাঁর** সন্তুষ্টির জন্য ছেড়েছো? কখনো কি **তাঁর** সন্তুষ্টির জন্য রাগকে প্রশমিত করেছো? কোন ছিন্ন হওয়া সম্পর্ক জুড়েছো? নিজের ভাইয়ের কোন ভূল **তাঁর** সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করেছো? কোন নিকটাত্মীয়ের থেকে **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য দূরত্ব অবলম্বন করেছো? দূরে থাকাদেরকে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য কি কখনো নিজের নিকট ডেকেছো?

(ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৮০)

৪. হযরত মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকে**র উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী যখন সাক্ষাত করে এবং একে অপরকে দেখে মুচকি হাসে তখন তাদের গুনাহ এমনভাবে মুচে যায়, যেমনিভাবে শীতে গাছের শুকনো পাতা ঝরে যায়। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৮২)**

৫. হযরত আবু ইদ্রিস খাওলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আরয করলেন: **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য আপনাকে ভালবাসি। হযরত মুয়ায رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: তোমাকে মুবারক হোক! আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: কিয়ামতের দিন কিছু মানুষের জন্য আরশের আশেপাশে চেয়ার বসানো হবে, তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় ঝলমলে হবে, মানুষের আতঙ্কগ্রস্থ হবে আর তাদের কোন আতঙ্ক থাকবে না, মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না, তারা হলো **আল্লাহ পাকে**র বন্ধু, যাদের কোন উদ্বেগ থাকবে না, না থাকবে দুঃখ। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী। **(ইহইয়াউল উলুম, ২/৫৭২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রাখা নিঃসন্দেহে অনেক বড় সৌভাগ্য এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উপায়। যদি আমরা চাই যে, প্রেম ও ভালবাসার এই সুন্দর বাগান সতেজ ও শ্যামল থাকুক এবং আমাদের সমাজ শান্তির নীড়ে পরিনত হয়ে যাক তবে আমাদের উচিৎ, ঘৃণা প্রসারের কারণ সমূহ অনুসন্ধান করে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা। আসুন! কয়েকটি কারণ সম্পর্কে শুনি:

গোঁড়ামী

আল্লাহ পাক সকল মানুষকে একই পিতামাতা হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ও হযরত হাওয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর এই ধারাবাহিকতা সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, এমনকি বিভিন্ন গোত্র ও বংশ অস্তিত্ব লাভ করলো, যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ

হে মানবকূল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, আর তোমাদেরকে শাখা-প্রশাখা ও গোত্র-গোত্র করেছি, যাতে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় রাখতে পারো।

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১৩)

আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজে জাতীয়তা, ভাষা এবং বংশের মহামারি প্রসার হয়ে গেছে, যার কারণে মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বংশ ও জাতীয়তার প্রতি গর্ব করছে আর অপরকে নীচু মনে করছে, যার কারণে মুসলমানের অন্তরে একে অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হচ্ছে, এখন তো অবস্থা মারামারি থেকে বৃদ্ধি

পেয়ে হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে আর প্রায় প্রতিদিন এরূপ সংবাদ শুনা যায় যে, অমুক ব্যক্তিকে ভাষা বা বংশের জন্য হত্যা করা হয়েছে।

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোঁড়ামী ও বংশের কারণে প্রাধান্য দেয়ার দরজা প্রথমেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সে আমাদের দলভূক্ত নয়, যে গোঁড়ামীর প্রতি দাওয়াত দেয়, সে আমাদের দলভূক্ত নয়, যে গোঁড়ামীর কারণে ঝগড়া করে এবং সে আমাদের দলভূক্ত নয়, যে গোঁড়ামীর কারণে মারা যায়। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/২০৩, হাদীস ৪৯০৭) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! তোমাদের **পরওয়ারদিগার** একজনই এবং তোমাদের পিতা একজনই। কোন আরবীর কোন অনারবীর উপর এবং অনারবীর কোন আরবীর উপর, কোন ফর্সা কোন কালোবর্ণের উপর এবং কোন কালোবর্ণ কোন ফর্সাবর্ণের উপর ফযীলত প্রাপ্ত নয়, ফযীলত শুধুমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। (মুসনাদে আহমদ, ৯/১২৭, হাদীস ২৩৫৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই অপছন্দ ছিলো যে, এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে কষ্ট দয়া এবং তাকে নিকৃষ্ট মনে করা। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাতীয়তাকে উত্তম হওয়ার দলীল ঘোষণা করেননি বরং উত্তমতার মানদন্ড তাকওয়া ও পরহেযগারীতাকে ঘোষণা করেছেন। অতএব আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের উচিৎ, জাতী ও ভাষার গোঁড়ামী থেকে বের হয়ে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা।

বিদ্বেষ ও ক্ষোভ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরস্পরের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করার একটি কারণ হলো, মুসলমানের জন্য অন্তরে বিদ্বেষ ও ক্ষোভ সৃষ্টি করাও,

পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও ক্ষোভ বংশের শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বিবাদের কারণ হয় এবং দেশ ও জাতীর ধ্বংসের কারণ হয়। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুসলমানদেরকে ভাই ভাই হয়ে থাকার প্রতি জোর দিয়েছেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না, পেছনে একে অপরের কুৎসা বর্ণনা করো না এবং হে **আল্লাহ পাকের** বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারী, ৪/১১৭, হাদীস ৬০৬৬) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ কুধারনা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি এমন বিষয়, যা দ্বারা ভালবাসা নষ্ট হয়ে যায় এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ভালবাসা চায়, অতএব এই দোষ ছেড়ে দাও যাতে ভাই ভাই হয়ে যাও।

(মীরাতুল মানাজিহ, ৬/৬০৮)

চুগলখোরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চুগলী এমন একটি আপদ, যা ভালবাসার সবুজ শ্যামল বাগানকে বিরাণ করে দেয়। এর ভয়াবহতায় আজ মুসলমানরা একে অপরকে বাহুবল দেখাচ্ছে। চুগলীর আপদে লিপ্ত ব্যক্তি যতক্ষণ নিজের লাগানো আগুনে কারো বাগান জ্বলতে দেখবে না, তাদের কোনভাবে প্রশান্তি আসে না। ভালবাসার চোর অর্থাৎ চুগলখোর দুনিয়ায় যত বড় সম্মানিত হোক না কেন কিন্তু **আল্লাহ পাকের** নিকট তাকে নিকৃষ্ট লোকদের মাঝে গন্য করা হয়ে থাকে।

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** নিকৃষ্ট বান্দা হলো সেই, যে মানুষের মাঝে চুগলী করে বেড়ায় এবং বন্ধুদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে। (মুসনাদে আহমদ, ১০/৪৪২, ২৭৬৭০) বুযুর্গানে দ্বীনরা বলেন:

বিবেকের শত্রু এবং ভালবাসার চোর থেকে বেঁচে থাকো, এই চোর অপবাদ প্রদানকারী এবং চুগলখোর আর চোর তো সম্পদ চুরি করে আর এই (গীবত ও চুগলখোরী করে) লোকদের ভালবাসা চুরি করে।

(মুসতাতরাফ, ১/১৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘৃণা সৃষ্টিকারী কয়েকটি কাজ সম্পর্কে শুনে আশাকরি যে, তা ছেড়ে দেয়ার মানসিকতা তৈরী হয়েছে হয়তো। আসুন! এবার এমন কিছু কাজ সম্পর্কেও শুনি, যা মুসলমানদের মাঝে ভালবাসার সম্পর্ককে মজবুত করা এবং ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ় করতে উপকারী সাব্যস্ত হতে পারে।

মুচকী হেসে সাক্ষাত করা

মুসলমানদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য সাক্ষাতের সময় মুচকী হেসে সাক্ষাত করার অভ্যাস গড়ে নিন, কেননা মুচকী হাসা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত, অতএব হযরত উম্মে দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا, হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে বলতেন: তিনি সব কথা মুচকী হেসেই বলতেন, যখন আমি তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি উত্তর দিলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছি যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথাবার্তা বলার সময় মুচকী হাসতেন।

(মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, ৩১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২১)

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনি।

দা'ওয়াতে ইসলামীর শুরুতে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক

ইসলামী ভাই সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, সে তাঁকে গালমন্দ করে এবং সে তাঁর ইমামতিতে নামায পড়াও ছেড়ে দিয়েছে। একদিন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে রাস্তায় তার বন্ধুসহ দেখা হয়ে গেলো, তখন তিনি তাকে সালাম করলে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু তিনি তার অবহেলায় কিছু মনে করেননি এবং তার সামনে এসে মুচকী হেসে বললেন: অনেক অসন্তুষ্ট ভাই? এবং তাকে তাঁর বুকে টেনে নিলেন আর উৎফুল্ল সহকারে কোলাকোলি করলেন। তার বন্ধুর বক্তব্য হলো: তিনি চলে যাওয়ার পর সে বলতে লাগলো: আজব তো! আমার মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরও তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন, যখন তিনি আমাদের বুকে জড়িয়ে নিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিলো যে, মনের সকল ঘৃণা ভালবাসায় বদলে গেলো, অতএব! আমি যদি মুরীদ হই তবে তাঁরই মুরীদ হবো। অতঃপর সেই ইসলামী ভাই তার বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর মুরীদ হলো এবং দাঁড়ি শরীফও চেহারায় সাজিয়ে নিলো।

(ইনফিরাদী কৌশিশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

নম্রতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নম্রতা অবলম্বন করা এবং ক্ষমা ও মার্জনা করাতেও শুধু মুসলমানদের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধির একটি উপায় নয় বরং অমুসলিমদের অন্তর নরম করে ইসলামের দিকে ধাবিত করার পদ্ধতি। এব্যাপারে একটি খুবই সুন্দর ঘটনা শুনুন:

হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। সেই বাড়ির একেবারে সামনে একজন অমুসলিমের বাড়ি ছিলো, যে বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে নালার মাধ্যমে ময়লা পানি ও আবর্জনা তার বাড়ির ভেতর ফেলতো কিন্তু তিনি নিশ্চুপ থাকতেন। অবশেষে একদিন সে

নিজেই এসে আরয করলো: জনাব! আমার নালা থেকে পতিত ময়লা পানির কারনে আপনার কোন অভিযোগ তো নেই? তিনি খুবই নম্রতার সহিত বললেন: নালা দিয়ে যে আবর্জনা পড়ে তা আমি ঝাড়ু দিয়ে ধুয়ে ফেলি। সে বললো: আপনার এত কষ্ট হওয়ার পরও রাগ আসে না? বললেন: রাগ তো আসে কিন্তু সংবরন করে নিই, কেননা **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
আর ক্রোধ-সংবরণকারী, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারী, আর সৎব্যক্তিরা **আল্লাহ**র প্রিয়।

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪)

এই উত্তর শুনে সে মুসলমান হয়ে গেলো। **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ৫১ পৃষ্ঠা)**

সালাম ও করমর্দন করা আর উপহার প্রদান করা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম ও করমর্দন করা আর মাঝে মাঝে তাদেরকে জায়িয উপহার দেয়াও ভালবাসা বৃদ্ধি করা এবং শত্রুতা মিটানোর জন্য খুবই পরীক্ষিত। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসাফাহা (করমর্দন) করো হিংসা দূর হয়ে যাবে, উপহার প্রদান করো ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্বেষ দূর হবে। **(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪০৭, হাদীস ১৭৩১)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই দু'টি আমল পরীক্ষিত, যার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করতে থাকবে তার সাথে শত্রুতা হবে না। যদি

ঘটনাক্রমে কখনো হয়েও যায় তবে এর বরকতে স্থায়ী হবে না। এভাবে একে অপরকে উপহার প্রদান করাতেও শত্রুতা শেষ হয়ে যায়।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৬৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৩০ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** উম্মতের সংশোধনের মহান প্রেরণার আলোকে মুসলমানদেরকে ভালবাসার সূধা পান করানো এবং তাদর মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধকে বৃদ্ধি করতে সদা ব্যস্ত, অতএব আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। সালাম করার জন্য পরিচিত হওয়ার আবশ্যক নয় বরং কেউ আমাকে চিনুক বা চিনুক তাকে সালাম করা উচিৎ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সালামকে প্রসার করার উৎসাহ দিতে গিয়ে নেক আমল নম্বর ৩০ এর মধ্যে বলেন: আজকে কি আপনি ঘর, অফিস, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে আসতে যেতে এবং গলি দিয়ে যাওয়ার সময় পথে দাঁড়ানো বা বসা মসুলমানকে সালাম দিয়েছেন?

সালামের সুন্নাতের উপর আমলকারীদের জন্য অসংখ্য ফযীলত ও প্রতিদানের সুসংবাদ রয়েছে। এই সুন্নাতের উপর আমলকারীর ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যখন দু'জন মুসলমান পুরুষ সাক্ষাত করে এবং তাদের মধ্যে একজন তার বন্ধুকে সালাম করে তবে তাদের মধ্যে **আল্লাহ পাকে**র নিকট অধিক প্রিয় সেই হয়ে থাকে, যে তার বন্ধুর সাথে বেশি উৎফুল্লতা সহকারে সাক্ষাত করে। অতঃপর যখন মুসাফাহা করে তখন তাদের প্রতি ১০০টি রহমত

অবতীর্ণ হয়, এর মধ্যে ৯০টি রহমত প্রথমে সালাম প্রদানকারীর জন্য এবং ১০টি যার সাথে মুসাফাহা করা হয়েছে তার জন্য। (মুসনাদে বাযযার, ১/৪৩৭, হাদীস ৩০৮) (২) প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহঙ্কার থেকে মুক্ত থাকে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩, হাদীস ৮৭৮৬) (৩) মানুষের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে বেশি নৈকট্যশীল ঐ ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে প্রথমে সালাম করে।

(আবু দাউদ, ৪/৪৪৯, হাদীস ৫১৯৭)

এইচআর (HR) ডিপার্টমেন্ট (ইজারা)

سُبْحٰنَ الله! সালাম করা কতইনা সুন্দর একটি ইবাদত, যা ইহকালিন ও পরকালিন বরকতের সমষ্টি এবং সালাম প্রদানকারী এর অসংখ্য বরকত নসীব হয়, অতএব যদি আমরাও এই বরকত পেতে চাই তবে আমাদেরও উচিৎ, আমরা যেনো সালামকে ব্যাপকভাবে প্রসার করি এবং এই মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সালামের ফয়েযকে প্রসার করি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়াজুড়ে ১০৯টি বিভাগেরও বেশি বিভাগে দ্বীনে মতীনের খেদমতে সদা ব্যস্ত, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"এইচআর (HR) ডিপার্টমেন্ট (ইজারা)"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে লাখো ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন সম্পৃক্ত, যারা বিনা পারিশ্রমিকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেহেতু অনেক বড় একটি সংগঠন এবং এর অনেক বিভাগ এমন, যাতে কর্মচারীর প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না, যেমন; জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা, মাদানী মারকায এবং মাদানী চ্যানেল ইত্যাদি। সুতরাং এই সকল কর্মচারীদের কাজ, তাদের উপযুক্ততা ও প্রয়োজনীয়তা দেখা এবং তাদের

সকল সমস্যার শরয়ীভাবে সমাধান করার জন্য এই বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। **আল্লাহ পাক** এই বিভাগকে আরো উন্নতি নসীব করুক। আমিন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১১ই জমাদিউল উলা কোরাইশের সৌভাগ্যবান ব্যবসায়ী এবং আশারায়ে মুবাশশারার একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ওরশ মুবারক। আসুন! তাঁর মুবারক জীবনি সম্পর্কে কিছু ঝলক পর্যবেক্ষন করি।

হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরহে সুনানে আবী দাউদে তাঁর বংশীয় ধারা এভাবে উল্লেখ করেন: হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বিন উসমান কোরাইশী তাঈমী মাদানী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ, তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে **তালহাতুল খাইর, তালহাতুল ফাইয়ায** এবং **তালহাতুল জুদ** উপাধী দ্বারা স্মরণ করেছেন। (মু'জাম কবীর, ১/১১২, হাদীস ১৯৭) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অধিকহারে দান করতেন। (ফয়যুল কদীর, ৪/৩৫৭, ৫২৭৪ নং হাদীসে পাদটিকা) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ মক্কায়ে মুকাররমার অধিবাসী ছিলেন, আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর গোত্র বনু তাঈমের সাথে সম্পর্ক ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথেও তাঁর বংশীয় সম্পর্ক ছিলো, আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ন্যায় তার বংশীয় ধারাও সপ্তম পুরুষে গিয়ে (হযরত কাআব বিন মুররায়) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলে যায়। (হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, ৯ পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ অসংখ্য লড়াইয়ে নিজের বীরত্ব ও সাহসীকতা প্রদর্শন করেছেন, অবশেষে জামালের লড়াইয়ে এগারো (১১) জমাদিউল

উলা ৩৬ হিজরীতে (বৃহস্পতিবার) মারওয়ারন বিন হাকম তাঁর পায়ে একটি তীর মারে, যার ফলে রক্তের রগ মারাত্মকভাবে কেটে যায়, যখন তার মুখ বন্ধ করতেন তখন পা ফুলে যেতো এবং যদি ছেড়ে দিতেন তখন অধিকহারে রক্ত প্রবাহিত হতো। ব্যস তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: এটি এভাবেই ছেড়ে দাও, এটি **আল্লাহ পাকের** তীর সমূহের মধ্য থেকে একটি তীর, অর্থাৎ আমার শাহাদত এরই সাথে ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্যস এর কারণে ৬০ বা ৬৪ বছর বয়সে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এই অস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে স্থায়ী বাসস্থানে চলে যান। (ইস্তিইয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ২/৩২০)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আযানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর পুস্তিকা “ফয়যানে আযান” থেকে আযান সম্পর্কে কয়েকটি পয়েন্ট শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করছি: (১) যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয় তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং দোয়া কবুল হয়। (মুসতাদরাক, ২/২৪৩, হাদীস ২০৪৮) (২) মুয়াজ্জিনের আওয়াজ যতটুকু পৌঁছে, তাঁর জন্য ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং প্রত্যেক জল-স্থলের মধ্যে যারা তাঁর আওয়াজ শুনে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। (মুসনাদে আহমদ, ২/৫০০, হাদীস ৬২১০) ❋ জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যখন মসজিদে সময় মত প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে আদায় করা হয় তখন এর জন্য আযান দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, যার হুকুম ওয়াজিবের মতই। যদি আযান দেয়া না হয় তবে ঐ এলাকার সকল মানুষ গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৪৬৪) ❋ যদি

কোন লোক শহরের মধ্যে ঘরে নামায আদায় করে তবে ঐ এলাকার মসজিদের আযান তার জন্য যথেষ্ট, তবে আযান দেয়া মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার, ২/৬২,৭৮) ❁ আযানের সময় চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পাত্র, গ্লাস বা কোন বস্তু উঠানো ও রাখা, ছোট্ট শিশুর সাথে খেলা করা, ইশারা-ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি সবকিছু বন্ধ রাখাই যথার্থ। ❁ যে ব্যক্তি আযান চলাকালীন সময়ে কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকে, مَعَاذَ الله তার মন্দ মৃত্যু হওয়ার (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার) আশংকা রয়েছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৪৭৩)

ঘোষণা

আযানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন

তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**